যুগান্তর

তারিখ ... 17 SEP 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮ ...

শিক্ষকদের কর্মবিরতি

# সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া বিঘ্নিত

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান এবং সহকারী শিক্ষকদের একধাপ নিচে বেতন নির্ধারণের দাবিতে প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন চলছে। এর অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মবিরতি করছেন তারা। রোববার থেকে তারা স্কুলে স্কুলে তিন ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করেছেন। আর তাদের এই কর্মসূচি শেষ হলে কাল থেকে চার ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করবেন তারা। এরপর ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে দাবি আদায়ে তারা ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুলে স্কুলে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করার ঘোষণাও দিয়ে রেখেছেন। সারাদেশে প্রায় ৩৮ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিক্ষাবর্ষের শেষের দিকে শিক্ষকদের এই কর্মবিরতির কারণে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকরা তাদের অর্ধমাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ব্যানারে এই সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম তোতা, শিক্ষক নেতা জাহানারা খানম, জুলফিকার আলী, মুকুল রায়, ওয়াহিদুর রহমান, আবুল কাসেম, মীর মাহবুবুর রহমান, সুবল চন্দ্র পাল, রিজিয়া সুলতানা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

**গ্র্যাজুয়েট প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি**

এদিকে প্রায় একই দাবিতে সক্রিয় হয়েছে গ্র্যাজুয়েট প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি নামে আরেকটি সংগঠন। সোমবার বিকালে সংগঠনের এক সভা রাজধানীর লালবাগের এএমসি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমিতির সভাপতি ফরিদউদ্দিন কায়দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাধারণ সম্পাদক বদরুল আলম, আবদুল খালেক, জয়নাল আবেদিন, মুজিবুর রহমান, আবদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বলা হয়, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি প্রদানসহ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পরও কেবল মৌখিক আশ্বাস পাওয়া গেছে। কিন্তু বাস্তব পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাই অবিলম্বে প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান এবং সহকারী শিক্ষকদের একধাপ নিচে বেতন নির্ধারণসহ শতভাগ ধারাবাহিক পদোন্নতি এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত দ্রুত প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্প্রসারণ করতে হবে।